০৩-০১-১৮ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বুদ্ধিকে যদি লাগাতার বাবার সাথে যোগযুক্ত রাখো, তবেই তুমি তোমার লম্বা যাত্রা-পথের লক্ষ্যকে কত সহজেই পার করতে পারবে।

প্রশ্ন :- কি এমন স্বভাব ত্যাগ করা অবশ্যই দরকার, বাবার প্রকৃত অনুগত হওয়ার লক্ষ্যে ?

উত্তর :- দেহ-অভিমান। যখনই তোমার মধ্যে দেহ-অভিমান এলো, তখনই তোমার সবকিছুই শেষ হয়ে গেলো। এতদিনের ব্যাভিচারী স্বভাব থাকার কারণেই তা ত্যাগ করতে গিয়ে বাচ্চাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। তবে, এখন যেখানে তা ত্যাগ করেছো, অতএব কেবল সেই একের স্মরণেই থাকো। একমাত্র ওঁনার প্রতিই সম্পূর্ণ অনুগত্য ও আজ্ঞাকারী হতে হবে। ওঁনার শ্রীমৎ অনুসারেই চলতে হবে।

গীত :- ওহে, নিশীথ রাত্রির পথিক, ক্লান্ত হয়ে থেমে যেও না যেন, তোমার লক্ষ্যের নব-অরুণোদয় হতে আর দেরী নেই ।

ওঁম্ শান্তি! ভগবান উবাচঃ - ভগবান নিজের বাচ্চাদেরকে রাজযোগ এবং জ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন। ইঁনি কোনও মনুষ্য নন। গীতায় লেখা আছে যে, কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো আর সমগ্র দুনিয়াকে মায়ামুক্ত করতে পারবে না। আর তা কখনই সম্ভবও নয়। একমাত্র এই নিরাকার বাবা এসেই তা করতে পারেন। এটাই বাবা বোঝাচ্ছেন ওঁনার বাচ্চাদেরকে, যারা এই বাবাকে আপন করে নিয়ে তার সম্মুখে বসে এই পাঠ ধারণ করছেন। কৃষ্ণকে কোনওমতেই বাবা বলে মেনে নেওয়া যায় না। বাবা একমাত্র তাকেই বলা যায়-যিনি পরমপিতা। পরমধামে যার বাস। আত্মারা তাদের এই শরীরের (ইন্দ্রিয়) দ্বারাই ভগবানকে স্মরণ করে। বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের সামনে বসে বোঝাচ্ছেন যে, "আমিই তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা পরমাত্মা, পরমধাম নিবাসী বাবা। সব আত্মাদেরই বাবা একমাত্র আমি-ই। গত কল্পেও ঠিক এভাবেই এসে আমার বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদেরকে এই বুদ্ধিযোগই শিখিয়েছিলাম। কিভাবে তা দ্বারা তোমরা আমার সাথে অর্থাৎ পরমপিতার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারো। পরমাত্মার এই বার্তালাপ চলছে আত্মাদের সাথে। আত্মা যতক্ষণ না পর্যন্ত শরীরে প্রবেশ করে, চোখ দিয়ে ততক্ষণ কিছু দেখতে পায় না, কানের দ্বারা কিছু শুনতে পায় না। কারণ আত্মা বিহীন শরীর কেবলমাত্র একটা জড় পদার্থ। এই আত্মাই চৈতন্য স্বরূপ। মাতৃ-গর্ভে যে বাচ্চা থাকে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাতে আত্মার প্রবেশ ঘটে, ততক্ষণ সেই গর্ভস্থ শিশু নাড়াচাড়াও করতে পারে না। অতএব বুঝতেই পারছো, এমনই চৈতন্য আত্মা তোমরা, যাদের সাথে তোমাদের এই পরমাত্মা বাবা বার্তালাপ করছে। যিঁনি নিজেও আবার অন্যের শরীরকে আধার করে অর্থাৎ ব্রহ্মার শরীরে অবস্থান করছেন। বাবা জানাচ্ছেন - উঁনি আসেন সব আত্মাদেরকে তাদের স্বগৃহে (পরমধামে) ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এই সময়কালে যেসব আত্মারা ওনার সম্মুখে হাজির হয়, তাদেরকে উনি রাজযোগও শিখিয়ে দেন। এই রাজযোগ কিন্তু সমগ্র দুনিয়ার বাচ্চারা শেখে না- শেখে একমাত্র তারাই, যারা যারা গত কল্পেও এই রাজযোগই শিখেছিলো।

এবার বাবা ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন- অন্তিম সময় পর্যন্ত বাবার সাথে তোমার বুদ্ধির যোগ লাগিয়ে রাখতে হবে। তা যেন কোনও কারণেই বিচ্ছিন্ন না হয়। যেমন, স্বামী-স্ত্রী শুরুতে আগে থেকেই একে অপরের বিষয়ে কিছু না জেনে, তবুও একে অন্যের সাথে বিবাহ সূত্রে বন্ধন হয়, তারপর তারা একত্রে

৬০-৭০ বছর একত্রেও থাকে অর্থাৎ সারা জীবন তারা কেবল তাদের একে অপরের দেহ-শরীরকেই মনে রাখে। তাই, স্ত্রী বলে - ইনি আমার স্বামী, আর পতি বলে - ইনি আমার স্ত্রী। এক্ষেত্রেও তোমরা আত্মারা এই নিরাকার পরমাত্মার সাথে সেই প্রকারের বন্ধনেই আবদ্ধ হয়েছো। যেখানে নিরাকার বাবা স্বয়ং এসে তোমাদেরকে এই বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। কল্প পূর্বেও ঠিক এভাবেই তোমরা অর্থাৎ আত্মাধারী বাচ্চাদের সাথে এমনই বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন নিরাকার পরমাত্মা বাবা। বাবা তাই জানাচ্ছেন- যদিও উনি নিরাকার, কিন্তু উনি-ই এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। সবাই তাই বলে, এই মনুষ্য সৃষ্টি গড় ফাদারেরই (এই বাবার) রচনা। যদিও তোমাদের এই বাবা সদাকালের পরমধাম নিবাসী। এখন সেই বাবাই বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা লাগাতর আমাকে স্মরণ করো। আর এই স্মরণের যাত্রাপথ লম্বা হবার কারণে অনেক বাচ্চাই ক্লান্ত হয়ে মাঝপথে থেমে যায়। কারও আবার বুদ্ধিরযোগ সম্পূর্ণ রূপে, সঠিক ভাবে লাগেও না। এইভাবে মায়ার ঠোকর খেতে খেতে অবশেষে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কারও কারও আবার প্রাণও চলে যায় তাতে। কেউ কেউ আবার বাবার ছত্রছায়া থেকে দূরেও চলে যায়। কল্প পূর্বে ঠিক যেমনটি ঘটেছিলো। তবুও যতদিন পর্যন্ত তুমি এই জগতে থাকবে, তত দিনই লাগাতর বাবাকে স্মরণ করে যেতে হবে। যেমন, কোনও স্ত্রীর পতির মৃত্যু হলে, সে স্বামীকে মনে করে বিলাপ করতে থাকে, অর্থাৎ স্বামীকে স্মরণ করে। আর এই বাবা তো এমনই এক পতি, যিনি কখনই তোমাদের ছেড়ে যাবার নয়। উনি আশ্বাস দিয়ে বলেন- "ওহে আমার প্রেমিকারা, আমি যখন যাবো, তখন অবশ্যই তোমাদেরকেও সাথে নিয়েই যাবো। কিন্তু এজন্য সময় তো লাগবেই। তাই তোমাদের ক্লান্ত হওয়া চলবে না মোটেই। তোমাদের পাপের কালিমার বোঝাও তো অনেক। আর সেই কালিমা ভস্ম হয়ে হাল্কা হতে পারবে একমাত্র যোগযুক্ত হতে পারলেই। সেই যোগ এমন হতে হবে যে, অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত বাবা বা প্রিয়তমকে ছাড়া আর কেউই যেন স্মরণে না আসে।" আর অন্য কেউ বা অন্যকিছু যদি স্মরণে আসে, তখন তা ব্যাভিচারী-তুল্য হবে এবং এর জন্যও পাপের দণ্ড ভোগ করতে হবে। এই কারণেই বাবা বার বার সতর্ক করে বলতে থাকেন, "ওহে পরমধামের যাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে যেও না যেন।"

বাবা আরও বলছেন - "বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, এই ব্রহ্মার দ্বারাই আমি আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা শুরু করাই আর শংকরের দ্বারা সকল ধর্মের বিনাশ করিয়ে থাকি। যদিও আজকাল তারা সব ধর্ম মিলে নানা ধরণের সভা-সমিতি করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিভাবে সবাই এক হয়ে যেতে পারে এবং সবাই কিভাবে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, তারই একটা উপায় বের করতে। কিন্তু বর্তমানে যেখানে এই এত অনেক ধর্ম, তাদের সবারই মত কখনই এক হতে পারবে না। এক মতের দ্বারা তো কেবলমাত্র একটা ধর্মেরই স্থাপনাই হতে পারে। এছাড়া যদি সব ধর্মগুলিই সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়, তবেই তারা নিজেদের মধ্যে ক্ষীর-পায়েসের মতন সুন্দর ক্ষীরখণ্ড হয়ে একত্রিত হতে পারবে। রামরাজ্যে এমনই সবাই ক্ষীরখণ্ডের মতন সুন্দর মিলে-মিশে থাকতো। রামরাজ্যে পশু-পক্ষীরাও কখনও নিজেদের মধ্যে কোনও প্রকারের লড়াই-ঝগড়া করে না। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই দুনিয়ায় তো ঘরে ঘরে, প্রতি ঘরেই লড়াই-ঝগড়া চলছে তো চলছেই। মানুষেরা লড়াই-ঝগড়া একমাত্র তখনই করে, যখন তাদের মাথার উপর মান্যকারী কোনও গুরুজন বা তাদের কোনও নিয়ন্ত্রণকারী থাকে না। এরা তো নিজেদের প্রকৃত মাতা-পিতা, অগ্রজদেরকেই জানে না। তাই তো উদ্দেশ্য-বিহীন হয়ে এমন ভাবে কীর্তন করতে থাকে, "তুমিই আমাদের মাতা আবার পিতাও যে তুমি, আমরা তোমারই সন্তান। তোমার কৃপাতেই আমরা ধন-সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ সুখভোগ করে থাকি ..... যার বিন্দুমাত্রও এখন আর নেই। অর্থাৎ এখন আর মাতা-পিতার সেই কৃপা

আর নাই। যেহেতু এখন তারা তাদের প্রকৃত বাবাকেই জানে না, চেনে না। এমত অবস্থায়, বাবাই বা কি প্রকারে তাদেরকে সেই কৃপা দেবেন ? (এছাড়াও শিক্ষকরূপী বাবা, অর্থাৎ) শিক্ষকের নির্দেশিত দিশায় চললে, তবেই তো কৃপার প্রাপ্তি হবে। এরাই আবার বলে থাকে, বাবা পরমাত্মা সর্বব্যাপী। তবে এমত অবস্থায় আর কোন সূত্র থেকে অথবা কিভাবেই বা কেউ কৃপা করবে ? আর কাকেই বা কৃপা করবে। কৃপা নেবার যেমন কেউ থাকা উচিত, তেমনি কৃপাদান করারও লোকও তো চাই। পাঠ পড়ার জন্য ছাত্রকেই তো এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষকের কাছে। তবেই তো শিক্ষক কৃপা করতে পারবে ছাত্রকে। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন, নিজের প্রতি নিজেকেই কৃপা করা। আর এই কৃপা প্রাপ্তির লক্ষ্যে অবশ্যই শিক্ষকের নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে। উঁনি যেমনটি বলবেন, তেমন ভাবেই পুরুষার্থ করতে হবে। আর এই বাবা তো একদিকে যেমন বাবা, তেমনি উনি আবার শিক্ষক এবং তার সাথে সৎগুরুও বটে। তাই একমাত্র ওনাকেই পরমপিতা, পরমশিক্ষক, পরম-সদগুরুও বলা হয়। সেই বাবা স্বয়ং বলছেন- "কল্প-কল্প ধরে প্রতি কল্পেই উনি এই স্থাপনা কার্য করিয়ে থাকেন। অর্থাৎ পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়ায় রূপান্তরিত করান। যেহেতু এই বাবা ওর্য়াল্ডের অলমাইটী অথরিটি বা একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান। তাই ওনার তৈরী করা নতুন রাজধানীও হবে তেমনই সুন্দর ও সর্ববৈশিষ্ঠ্যে ভরপুর। সম্পূর্ণ সৃষ্টি-জগতে এমন রাজ্য কেবলমাত্র একটিই হয়, যা লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত। ওনারাও তেমন অলমাইটী অথরিটী সর্বশক্তিমান হন। সেখানে কোনও প্রকার লড়াই-ঝগড়ার কারণও ঘটে না। মায়ার অবস্থানও থাকে না সেখানে। যেহেতু তা সোনার স্বর্গ-রাজ্য। তারপরে তা হয় রুপোর স্বর্গ-রাজ্য। এই স্বর্ণ-রাজ্য ও রৌপ্য-রাজ্য অর্থাৎ সত্যযুগ আর ত্রেতাকে (হেভেন বা প্যারাডাইস) একত্রে স্বর্গ বা বৈকুন্ঠ বলা হয়। তাই তো সবাই কীর্তন করে, "চলো রে মন বৃন্দাবনে, ভজ রে মন রাধে-গোবিন্দ ..... যদিও বাস্তবে তারা সেখানে পৌঁছাতেই পারে না - কিন্তু স্মরণ তো করে।

বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো এখন মায়ার রাজত্ব। তাই সবাই এখানে রাবণের মত অনুসারেই চলে। মানুষদের দেখলে মনে হবে, কত জ্ঞানী-গুণী এরা, তাদের কত বড় বড় উপাধিও আছে - তারা জগতের সামান্য কোনও কার্য করলেই বা সামান্য কোনও মঙ্গল করলেই, কত বড় বড় উপাধিতে ভূষিত হন। যেমন, কেউ বা ডক্টর অফ্ ফিলোজফী (দর্শণ-শাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ উপাধি), এমনই কত প্রকারের উপাধি সর্বদাই কতজনকে সমানেই দেওয়া হচ্ছে। অথচ তোমরা হলে ব্রাহ্মণ -দিনরাত যারা লাগাতর ভারতের সেবায় নিয়োজিত। তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণেরা দৈবী রাজধানী স্থাপন করারর কার্যে যুক্ত রয়েছো। তোমরাও পরে এমন শ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত হবে, যখন এই স্থাপনা কার্য যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আর তোমাদের সেই উপাধিগুলি হবে, সূর্য-বংশী রাজা-রাণী, চন্দ্র-বংশী রাজা-রাণী ..... এইভাবেই তোমাদের রাজত্ব চলতে থাকবে। সেখানে (স্বর্গ-রাজ্যে) এখানকার মতন উপাধি হয় না। সেখানে দুঃখের কোনও নাম-গন্ধও থাকে না। সুতরাং কেউ অপরের দুঃখ দূর করে বাহাদূরী দেখাতেও পারে না-যে কারণে তাকে তেমন বাজাদূরীর উপাধি দেওয়া যেতে পারে। এখানকার রীতি-নীতির রেওয়াজ ওখানে অচল। তেমনি অতি পবিত্র লক্ষ্মী-নারায়ণও এই পতিত দুনিয়ায় আসেন না। বর্তমান সময়কালে এই দুনিয়াতে কেউই পবিত্র দেবতাদের মতন পবিত্র নেই। যেহেতু বর্তমান দুনিয়াটাই পতিত আসুরী-দুনিয়া। অনেক মত-মতান্তরের ফলে সবাই বিভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আর সেখানে তো কেবল একটাই মত অর্থাৎ শ্রীমৎ। যেই শ্রীমতের সাহায্যে এখন নতুন দুনিয়ার রাজধানী স্থাপনার কাজ চলছে। এই পথে চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে কেউ যখন মায়ার কাঁটাতে বিদ্ধ হয়, তখন সে কেবল ল্যাড়াতেই থাকে। তাই তো বাবা সর্বদাই সতর্ক

করে বলেন, কেবলমাত্র শ্রীমৎ অনুসারেই চলো। নিজের মনমতে চললে ধোকা খাবে অবশ্যই। সত্য-বাবার মত অনুসারে চলতে পারলে, তবেই তো সত্য (প্রকৃত) লাভ হবে। আর নিজের মতে চললে, নিজেই নিজেকে প্রতারণা করবে। এমন কত অনেক মহাবীর শ্রীমৎকে অবজ্ঞা করার ফলে, তারা একেবারে অধোগতির অতলে তলিয়ে গেছে।

বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন সদগতি-কে পেতেই হবে। যারা শ্রীমৎ অনুসারে চলে না তাদের তো দুর্গতি হবেই, এই সুযোগ হাতছাড়া হবার জন্য তখন তাদের খুবই পশ্চাতাপ তো হবেই হবে। পরে আবার শিববাবাকেই এই ব্রহ্মার শরীরকে আধার করে ধর্মরাজপুরীর ধর্মরাজ হয়ে তোমাদেরকে আবার বোঝাতে হবে। যেখানে এত করে উঁনি বাচ্চাদেরকে বুঝিয়েছিলেন, পড়িয়েছিলেন, আর এজন্য কত পরিশ্রমও করতে হয়েছিলো, তবুও ......। তোমাদের কেউ কেউ তো আবার শিববাবাকে প্রতিশ্রুতি জানিয়ে 'নিশ্চয়-পত্র'ও লিখে দিয়েছিলে যে তোমরা সম্পূর্ণ রূপে বাবার শ্রীমৎ অনুসারেই চলবে, তবুও তারা তা রক্ষা করেনি। শ্রীমৎ অনুসারে চলা থেকে বিচ্যুত হওয়া কখনই উচিত নয়। যা কিছুই ঘটুক না কেন, বাবাকে তা জানালে, বাবা সময়ানুসারে সে বিষয়ে সতর্ক করতে পারেন। (মায়ার) কাঁটার দংশণ তখনই হয়, যখন সে বাবাকেই ভুলে যায়। সদগতি করতে আসা বাচ্চা তখন তার বাবার থেকে তিন ক্রোশ (অনেক) দূরে চলে যায়। যদিও তারা বাবারই কীর্তন করে, "তোমার প্রতি সমর্পিত হবো, সর্বস্ব ত্যাগ করবো।" - কিন্তু তা কার প্রতি ? এই লেখার অর্থ আবার এমন তো নয় যে, জাগতিক কোনও সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে তা লেখা! অথবা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের প্রতি, কিম্বা কৃষ্ণের প্রতি। যেখানে তোমরা নিজেরাই উৎসর্গকৃত হয়েছো নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার প্রতি। যা কোনও আকারী বা সাকারী মনুষ্যের প্রতি নয়। যেহেতু আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায় একমাত্র এই বাবার থেকেই। তাই বাবাও তেমনি নিজেকেও বাচ্চাদের প্রতি সমর্পণ করে দেন। বেহদের এই বাবা স্বয়ং তা বলেন, উনি তো এসেছেনই বাচ্চাদের কাছে সমর্পিত হতে। তবুও এমন বাবার প্রতি সমর্পণ হতে বাচ্চাদের হৃদয় কেন যে বিদীর্ণ হয়ে যায়! -দেহ-অভিমানে যদি এলে তো সবই গেল, উল্টে তখন ব্যাভিচারীতেও পর্যবেশিত হবে। স্মরণ কেবল এক ও একমাত্র পরমাত্মাকেই করতে হবে। কপবলমাত্র ওনার প্রতিই সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে হবে।

বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই নাটক এখন যবনিকার অন্তিম লগ্নে। অতএব আত্মাদেরকেও তাদের নিজধামে ফিরে যেতে হবে। পাত্র-মিত্র, আত্মীয়-স্বজন সবাইকেই মাটীর-কবরে যেতে হবে। তাই তাদেরকে কেনই বা বৃথা স্মরণ করবে ? এই স্মরণের যাত্রায় অনেক অভ্যাসের দ্বারা অভ্যাসী হতে হবে। তাই কেউ কেউ বলে থাকে-★"চড়ে তো চাখে অমৃত-রস্, গিরে তো চাকনাচুর্।" (★টীকা ↷) - অর্থাৎ এমন পতন হয় যে, তার এতদিনের সঞ্চিত পদ ও সন্মান সবই ধূলায় মিলিয়ে যায়। অবশ্য তার মানে এমন নয় যে, সে স্বর্গ-ধামে পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু কোথায় রাজা-রাণীর পদ পাওয়া আর কোথায় সাধারণ প্রজার পদ, এত বিস্তর তফাৎ এক্ষেত্রে। এখানকার (আবুর) জংলী-ভীলদের দেখ আর যে কোনও মন্ত্রীকে দেখ, উভয়ের মধ্য কত তফাৎ! এই কারণেই তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ করতে হবে। আবার কারও পতন হলে, সে অবশ্যই পতিতে গণ্য হয়। শ্রীমৎ অনুসারে না চললে, মায়া তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে গভীর গর্তে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। একবার বাপদাদার কাছে সমর্পিত হবার পর, শ্রীমতের বিরুদ্ধচারণ করা মানে মায়ার মুখোমুখি হয়ে তার মোকাবিলা করা। তাই এসব থেকে নিস্তার পাবার জন্য বাবা বার বার সতর্ক করে বলেন- "প্রতিটা পদক্ষেপেই নিজেকে সামলে চলতে হবে।" মায়ার এই খেলার সময়কালও এখন শেষের মুখে। তাই তো

মায়া এত তৎপর। যাকেই আয়ত্বে পাবে তাকেই গাড্ডায় ফেলবে। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে এত করে সতর্ক করছেন। যদিও লক্ষ্যে পৌঁছতে আর বেশী দেরী নেই, কিন্তু এই অল্প রাস্তাই যে বড় কঠিন-দুর্গম। অবশ্য এতে যেমন উচ্চপদ তেমনি প্রাপ্তিও অনেক বেশী। আর যদি বিদ্রোহী হও, তবে সাজার পরিমাণও হবে তেমনই বেশী। ধর্মরাজ বাবা আত্মাদের যখন শাস্তি দেন, তখন তা দুর্দশার চরম সীমায় পৌঁছায়, যা কল্প কল্প ধরে সেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। মায়াও প্রবল শক্তিশালী। অতএব সামান্যও যদি বাবার শ্রীমতের বিপরীতে চলো, অর্থাৎ বাবাকে অসন্মান করো, তবে আর রক্ষা নেই। এ কথা তো সবারই জানা আছে, সদগুরুর নিন্দাকারীর ঠাঁই নাই কোথাও। কেউ কেউ কাম-বিকারের বশে, কেউ বা ক্রোধ-বিকারের বশে উল্টো-পাল্টা কাজ করে ফেলে। বাবার বাচ্চা হবার কারণে, তাতেও বাবার নিন্দা হয়, ফলে তারাও শাস্তির নিমিত্ত হয়। প্রতি পদক্ষেপেই যেমনি লাভের হিসাব থাকে, তেমনিই প্রতি পদক্ষেপে আবার ক্ষতির হিসাবও আছে। সেবার দ্বারা যদি কিছু লাভের খাতায় যায় তো, উল্টো কর্ম অর্থাৎ বিকর্মের ফলে তা ক্ষতির খাতায় যায়। বাবার কাছে সবকিছুরই হিসেব-নিকেশের মূল খাতা আছে। আর বাবা স্বয়ং এখন যেখানে সন্মুখে বসেই পড়াচ্ছেন, তখন তো সব হিসাবই ওনার হাতের মুঠোয়। তাই তো বাবা সতর্ক করে বলছেন, 'শল' অর্থাৎ ব্রহ্মা, ওনার কোনও বাচ্চা যেন শিববাবাকে অসন্মান না করে। তাতে তাদের খুব ভীষণ বিকর্ম হবে। এই বেহদের যজ্ঞে যে বাচ্চাদেরকে হাড্ডী-হাড্ডী বলিদানের সেবা স্বীকার করতে হবে। যেমনটি করেছিলেন দধীচি ঋষি। এই সেবার দ্বারা বিশাল উচ্চ পদের অধিকারী হওয়া যায়। তাছাড়াও প্রজাদের এত ভিন্ন-ভিন্ন বিভিন্ন পদ তো আছেই। এর পরে আবার প্রজাদেরও তো চাকর-বাকরের প্রয়োজন আছে। যদিও সেখানে কোনও প্রকারের দুঃখ বলে কিছুই থাকে না, কিন্তু ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী পদ প্রাপ্তির বিন্যাস তো আছে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ ও ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) স্মরণের যাত্রায় কখনও ক্লান্তি অনুভব করা চলবে না। স্মরণের অভ্যাসে এমন পাকাপোক্ত হতে হবে যে, জীবনের অন্তিম কালেও এক ও একমাত্র বাবা ছাড়া আর কোনও কিছুই যেন মনে না আসে।

২) সত্য বাবার শ্রীমৎ-এ চলে প্রকৃত লাভের লাভ করতে হবে। নিজের মতে যেন চলতে যেও না। এমন কোনও কার্য কখনই করবে না, যাতে সদগুরুর নিন্দা হয়। কাম-বিকার বা ক্রোধ বিকারের বশে এসে কোনও প্রকারের উল্টো কাজ যেন না করো।

বরদান :- সূক্ষ্ম-বতনের পরীদের মতো নিজেকে অবতারিত হওয়া অবতার ভেবে উচ্চ স্থিতিতে অবস্থান করতে পারা 'অর্শ-নিবাসী' (সূক্ষ্মবতনবাসী) ফরিস্তা ভবঃ

ব্যাখ্যা:- বাবা যেভাবে অবতরিত হয়েছেন, সেই একই প্রকারে তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারাও উপর থেকে এখানে এসেছো অন্যদেরকে বাবার আগমনের বার্তা ও বাণী প্রচারের জন্য। বাস্তবে তোমরা কিন্তু সূক্ষ্মবতন ও মূলবতনবাসী। দেহ-ভানরূপী কাদা-মাটিতে বা পৃথিবীতে তোমার বুদ্ধিরূপী পা যেন

না পড়ে। যেমন ফরিস্তাদের পা সদাই মেঝের উপরে থাকে। তোমরাও তেমন উঁচু স্থিতিতে থাকা সূক্ষ্মবতন নিবাসী অবতরণ হওয়া অবতার- এই স্মৃতিতে উড়তী কলায় উড়তে থাকো।

স্লোগান :- স্ব-পরিবর্তনের তীব্র পুরুষার্থী বাচ্চারাই বাবার আশীর্বাদী-বর্সা ও অভিনন্দন পায়।

★ টীকা : "চড়ে তো চাখে বৈকুন্ঠ-রস,
. গিরে তো চাকনাচূর।" (ব্যাখ্যা: জ্ঞান-মার্গে প্রতি পদক্ষেপেই সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে হয়। প্রতিটা কার্যের পূর্বেই রায় নেওয়া উচিত। এই ধারায় যে জ্ঞান-মার্গের সিঁড়ি বেয়ে নিরন্তর উপরে উঠতে থাকে, একমাত্র সে বৈকুন্ঠের অমৃত-রসের আস্বাদন করার অধিকারী হতে পারে, কিন্তু যদি সেই সময়কালে কোনও কারণে মায়ার ছলনায় মায়ার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে, তখন তার এমন অধোগতি হয় যে, তা যেন সোজা আকাশ থেকে ভূমিতে পতনের মতন, অর্থাৎ একেবারে খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থা।)